দানিয়েলের বই - নম্বর একশ পনেরো

অন্তিম প্রজন্মের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বৈশিষ্ট্যাবলির উন্মোচন

Jeff Pippenger
2024-03-04

যে জাতিকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তাদের শেষ প্রজন্মে কিছু ভাববাদী বৈশিষ্ট্য সনাক্ত করা যায়। তখন তারা সাপের বংশ, কারণ তারা শয়তানের চরিত্র ধারণ করছে। তারা ব্যভিচারীদের প্রজন্ম, কারণ তারা ঈশ্বরের শত্রুদের সঙ্গে অপবিত্র সম্পর্ক গড়ে তুলছে। তারা এমন এক অবস্থায় পৌঁছেছে যেখানে তারা দেখে, কিন্তু বুঝতে পারে না; শোনে, কিন্তু অনুধাবন করতে পারে না, কারণ তারা রূপান্তর লাভ করেনি, যা 'তাদের হৃদয় স্থূল হয়ে যাওয়া' হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। মোশি প্রথমে এই ঘটনাটিই উল্লেখ করেছিলেন।

> আর মোশি সমস্ত ইস্রায়েলকে ডেকে তাদের বললেন, তোমরা দেখেছ প্রভু তোমাদের চোখের সামনে মিসরের দেশে ফেরাউন, তার সমস্ত দাস এবং তার সমগ্র দেশের প্রতি যা যা করেছেন; তোমাদের চোখ যে মহা পরীক্ষাসমূহ, নিদর্শনসমূহ এবং সেই মহা আশ্চর্যকর্মগুলি দেখেছে। তবুও আজ পর্যন্ত প্রভু তোমাদের বোঝার হৃদয়, দেখার চোখ এবং শোনার কান দেননি। ব্যবস্থাবিবরণী ২৯:২-৪।

দেখা ও শোনার লাওদিকীয় প্রপঞ্চের প্রথম উল্লেখে বলা হয়েছে, ঈশ্বরের লোকেরা যে বিষয়টি দেখতে অক্ষম, তা হলো তাদের ভিত্তিস্বরূপ ইতিহাসের চিহ্ন ও আশ্চর্যকর্ম। যিরমিয় এই প্রপঞ্চটিকে অন্তিম কালে "মূর্খ কুমারীদের" এক বৈশিষ্ট্য হিসেবে, এবং সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরকে ভয় করার জন্য প্রথম স্বর্গদূতের ঘোষণার মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া তিন স্বর্গদূতের বার্তা গ্রহণে তাদের অস্বীকৃতির এক প্রকাশ হিসেবে চিহ্নিত করেন। এই বিদ্রোহের কারণে তারা শেষ বৃষ্টি লাভ করে না।

> যাকোবের গৃহে এ কথা ঘোষণা কর, এবং যিহূদায় এ কথা প্রকাশ কর, বলো, এখন শোন, হে মূর্খ ও বুদ্ধিহীন জাতি, যাদের চোখ আছে, তবু দেখে না; যাদের কান আছে, তবু শোনে না। তোমরা কি আমাকে ভয় করো না? প্রভু বলেন। আমার উপস্থিতিতে কি তোমরা কাঁপবে না? আমি তো চিরস্থায়ী বিধান দ্বারা সমুদ্রের সীমানা হিসাবে বালুকে স্থাপন করেছি, যাতে সে তা অতিক্রম করতে না পারে; তার ঢেউগুলি যদিও নিজেদের উথাল-পাথাল করে, তবু তারা তা ভাঙতে সক্ষম নয়; তারা গর্জালেও, তবু তা অতিক্রম করতে পারে না। কিন্তু এই জাতির হৃদয় বিদ্রোহী ও অবাধ্য; তারা বিদ্রোহ করেছে এবং দূরে সরে গেছে। তারা তাদের হৃদয়ে বলে না, এখন চল আমরা আমাদের প্রভু ঈশ্বরকে ভয় করি, যিনি তার সময়ে আগের ও পরের বৃষ্টি দেন; তিনিই আমাদের জন্য ফসল কাটার নির্দিষ্ট সপ্তাহগুলো সংরক্ষণ করেন। তোমাদের অন্যায় এ সব কিছু দূরে সরিয়ে দিয়েছে, আর তোমাদের পাপ তোমাদের কাছ থেকে কল্যাণকে আটকে রেখেছে। যিরমিয় ৫:২০-২৫।

ইজেকিয়েল দেখেও না বোঝা দ্বারা নির্দেশিত যে বৈশিষ্ট্য যাদের মধ্যে প্রকাশ পায়, তাদেরকে বিদ্রোহী গৃহ হিসেবে চিহ্নিত করেন। তারা এমন এক বিদ্রোহী গৃহ, যারা তাদের ভিত্তির ইতিহাস দেখতে চায় না; তারা মূর্খ কুমারী—প্রথম স্বর্গদূতের বার্তা প্রত্যাখ্যান করার কারণে যাদের হৃদয়ের রূপান্তর ঘটেনি; আর তা মানে সবগুলোকেই প্রত্যাখ্যান করা, কারণ প্রথম স্বর্গদূতের বার্তা গ্রহণ না করলে দ্বিতীয়টি কিংবা তৃতীয়টিও গ্রহণ করা যায় না। এই অবস্থায় পরবর্তী বৃষ্টির সময়ে এই কুমারীরা সেই পরবর্তী বৃষ্টি থেকে বঞ্চিত থাকে।

যীশু তাঁর বক্তব্যে এই বৈশিষ্ট্যটি উল্লেখ করার পর, তিনি বীজবপনকারীর দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করলেন।

> কিন্তু তোমাদের চোখ ধন্য, কারণ তারা দেখে; আর তোমাদের কান ধন্য, কারণ তারা শোনে। কারণ সত্যই আমি তোমাদের বলছি, বহু নবী ও ধার্মিক মানুষ তোমরা যা দেখছ তা দেখতে আকাঙ্ক্ষা করছে, তবু দেখেনি; আর তোমরা যা শুনছ তা শুনতে আকাঙ্ক্ষা করছে, তবুও শোননেি অতএব বপনকারীর এই দৃষ্টান্তটি শোনো। যখন কেউ রাজ্যের বাক্য শোনে কিন্তু তা বোঝে না, তখন দুষ্টজন আসে এবং তার হৃদয়ে বোনা যা ছিল তা ছিনিয়ে নিয়ে যায়। এ-ই সেই ব্যক্তি যে পথের ধারে বীজ পেয়েছিল। আর যে পাথুরে জায়গায় বীজ পেল, সে-ই সেই ব্যক্তি যে বাক্য শোনে এবং সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের সঙ্গে তা গ্রহণ করে; তবু তার নিজের মধ্যে শিকড় নেই, কিছুদিন মাত্র টিকে থাকে; কারণ বাক্যের জন্য কষ্ট বা নির্যাতন উঠলে সঙ্গে সঙ্গেই সে হোঁচট খায়। আর যে কাঁটার মধ্যে বীজ পেল, সে-ই সেই ব্যক্তি যে বাক্য শোনে; কিন্তু এই জগতের চিন্তা-ব্যস্ততা ও ধনের প্রতারণা সেই বাক্যের শ্বাসরোধ করে, ফলে সে ফলহীন হয়ে যায়। কিন্তু যে উত্তম মাটিতে বীজ পেল, সে-ই সেই ব্যক্তি যে বাক্য শোনে এবং বুঝে; সে ফলও আনে এবং উৎপাদন করে—কেউ শতগুণ, কেউ ষাটগুণ, কেউ ত্রিশগুণ। আরো একটি দৃষ্টান্ত তিনি তাদের বললেন: স্বর্গরাজ্য সেই মানুষের মত, যে তার ক্ষেতে ভালো বীজ বপন করেছিল। কিন্তু লোকেরা যখন ঘুমোচ্ছিল, তার শত্রু এসে গমের মধ্যে আগাছা বপন করে চলে গেল। আর যখন চারা উঠল এবং শস্য ধরল, তখন আগাছাও প্রকাশ পেল। গৃহস্বামীর দাসেরা এসে তাকে বলল, প্রভু, আপনি কি আপনার ক্ষেতে ভালো বীজ বপন করেননি? তবে এতে আগাছা এলো কোথা থেকে? তিনি তাদের বললেন, কোনো শত্রু এটা করেছে। দাসেরা তাকে বলল, তাহলে কি আমরা গিয়ে সেগুলো উপড়ে আনব? তিনি বললেন, না; পাছে তোমরা আগাছা উপড়াতে গিয়ে গমও তাদের সঙ্গে উপড়ে ফেল। ফসল তোলা পর্যন্ত উভয়কে একসঙ্গে বেড়ে উঠতে দাও; আর ফসল তোলার সময়ে আমি কাটনেওয়ালাদের বলব, আগাছাগুলো আগে একত্র কর, তাদের আঁটি বেঁধে পুড়িয়ে ফেল; কিন্তু গম আমার গোলায় জড়ো করো। মথি ১৩:১৬-৩০।

মূর্খরা হলো আগাছা, আর জ্ঞানীরা হলো গম। দশ কুমারীর উপমায়, তেল আছে কি নেই—এটাই দুই শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্যকে প্রকাশ করে, আর গম ও আগাছার ক্ষেত্রে পার্থক্য নির্ভর করে বীজ—যা হলো বাক্য—বোঝা হয়েছে কি না তার ওপর। যে শ্রেণি দেখবে না এবং তাই বুঝবেও না—এ কথা প্রথম উল্লেখ করেছিলেন মূসা; তিনি বোঝা উচিত যে বার্তাকে ভিত্তিগত ইতিহাসের চিহ্ন ও আশ্চর্যসমূহ হিসেবে উপস্থাপন করেন। অবাধ্য গৃহের অন্ধত্বের উপাদানসমূহ নিয়ে এলেন হোয়াইটের শেষ নবুয়তপূর্ণ উল্লেখে চিহ্নিত করা হয়েছে যে, সকল ধার্মিক যে বিষয়টি দেখতে আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন, তা দেখার জন্য যাদের চোখ আশীর্বাদপ্রাপ্ত ছিল—তাঁরা যে ইতিহাস দেখেছিলেন, তা ছিল মিলারাইট আন্দোলনের ইতিহাস।

> “১৮৪০–১৮৪৪ সাল থেকে প্রদত্ত সকল বার্তা এখন শক্তিশালীভাবে উপস্থাপিত করতে হবে, কারণ অনেক লোক তাদের দিকনির্দেশে হারিয়ে ফেলেছে। এই বার্তাগুলি সকল গির্জার কাছে পৌঁছাতে হবে। ”
>
> "খ্রিস্ট বললেন, ‘ধন্য তোমাদের চোখ, কারণ তারা দেখে; আর তোমাদের কান, কারণ তারা শোনে। কারণ আমি সত্যিই তোমাদের বলছি, অনেক নবী ও ধার্মিক পুরুষেরা তোমরা যা দেখছ, তা দেখতে আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন, কিন্তু দেখেননি; আর তোমরা যা শুনছ, তা শুনতে আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন, কিন্তু শোননেনি।’ [মথি 13:16, 17]। ধন্য সেই

> চোখ, যেগুলো 1843 ও 1844 সালে যা দেখা হয়েছিল, তা দেখেছিল।" Manuscript Releases, volume 21, 436, 437.

যিশু সর্বদা শুরুর মাধ্যমে শেষকে চিত্রিত করেন, এবং প্রথম উল্লেখটি তাদের বিষয়ে, যাদের চোখ আছে, কিন্তু দেখে না বা বোঝে না; আর শেষ উল্লেখটি নির্দেশ করে যে বিদ্রোহী গৃহের ভিত্তিমূল ইতিহাসটাই দেখা যায় না, তাই তা প্রত্যাখ্যাত হয়, এবং এর ফলে মূর্খরা শেষ বৃষ্টি চিনতে পারে না। ১৮৪০–১৮৪৪ সালের ইতিহাসটি প্রাচীন ইসরায়েলের মিশরীয় দাসত্ব থেকে মুক্তির দ্বারা প্রতীকায়িত হয়েছিল। প্রাচীন ইসরায়েল প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে ব্যর্থ হওয়ায় তারা কাদেশে গিয়েছিল, যেখানে তারা দশ গুপ্তচরের মিথ্যা প্রতিবেদন মেনে নেয় এবং তাদেরকে মিশরে ফিরিয়ে নিতে নতুন এক অধিনায়ক নির্বাচন করে। চল্লিশ বছর পরে তাদের আবার কাদেশে আনা হয়, এবং মোশি দ্বিতীয়বার শিলাকে আঘাত করে ব্যর্থ হন।

মোশি ব্যর্থ হলেও, যিহোশুয় তবু তাদেরকে প্রতিশ্রুত দেশে প্রবেশ করানোর নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। কাদেশে শেষ পরীক্ষার সঙ্গে একটি গুরুতর বিদ্রোহ জড়িয়ে ছিল, কারণ যীশু সর্বদা শুরুর দ্বারা শেষকে চিত্রিত করেন; চল্লিশ বছরের শুরুতে কাদেশে দশ গুপ্তচরের বিদ্রোহ যেমন ছিল, তেমনি চল্লিশ বছরের শেষেও কাদেশে এক মহা বিদ্রোহের চিত্র দেখা যায়। তবু কাদেশে মোশির বিদ্রোহ সত্ত্বেও, প্রতিশ্রুত দেশে প্রবেশের উদ্দেশ্য আর বিলম্বিত হলো না।

১৮৬৩ সালের বিদ্রোহ—যা ১৮৮৮ সালের আরও তীব্র বিদ্রোহে নিয়ে গিয়েছিল, যা আবার ১৯১৯ সালের আরও তীব্র বিদ্রোহে নিয়ে গিয়েছিল এবং ১৯৫৭ সালের বিদ্রোহে গিয়ে চূড়ান্ত হয়েছিল—যিশু লাওদিকীয় অ্যাডভেন্টবাদকে আবার কাদেশে ফিরিয়ে আনলেন। তিনি তাদের সেই ইতিহাসে ফিরিয়ে আনলেন, যেখানে তৃতীয় স্বর্গদূত এসে একটি পরীক্ষা-প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন, যা শেষ পর্যন্ত ১৮৬৩ সালের বিদ্রোহকে প্রকাশ করেছিল, এবং লাওদিকিয়ার মরুভূমিতে ঘোরাঘুরির নির্বাসনে নিয়ে গিয়েছিল। তৃতীয় স্বর্গদূত ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর লাওদিকীয় অ্যাডভেন্টবাদের সমাপ্তিকালীন ইতিহাসে প্রবেশ করেন, যখন প্রকাশিত বাক্যের আঠারো অধ্যায়ের পরাক্রমশালী স্বর্গদূত—যিনি তৃতীয় স্বর্গদূত—অবতীর্ণ হন। তারপর তিনি ঘোষণা করলেন যে বাবিলন পতিত হয়েছে; নিমরোদের টাওয়ার ভেঙে ফেলার প্রতিরূপে এটি প্রতীকায়িত হয়েছিল, যখন নিউ ইয়র্ক সিটির টাওয়ারগুলো ধ্বংস করে ফেলা হয়েছিল।

> তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তা বোঝা হবে না; নিজ মহিমা দিয়ে পৃথিবীকে আলোকিত করবে যে আলো, তাকে মিথ্যা আলো বলা হবে, তাদের দ্বারা যারা তার অগ্রসরমান মহিমায় চলতে অস্বীকার করে। রিভিউ অ্যান্ড হেরাল্ড, ২৭ মে, ১৮৯০।

প্রাচীন ইস্রায়েলের মতোই, আধুনিক ইস্রায়েলের ক্ষেত্রেও তাই। যে প্রজন্ম ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরকে প্রত্যক্ষ করেছে, সেটিই শেষ প্রজন্ম। যিশু লূক রচিত সুসমাচারের একুশতম অধ্যায়ে ‘এই প্রজন্ম’ সম্পর্কে বলেছিলেন, এবং তিনি সেই প্রজন্মকে চিহ্নিত করেছিলেন তাঁদের হিসেবে, যারা তখন জীবিত থাকবে যখন আকাশ ও পৃথিবী বিলুপ্ত হবে—যা ঘটবে খ্রিস্টের দ্বিতীয় আগমনে। যে প্রজন্ম খ্রিস্টের প্রত্যাবর্তন প্রত্যক্ষ করার জন্য জীবিত থাকবে, তারা এমন এক নিদর্শন চিনে নেবে যা তাদের কাছে প্রমাণ করবে যে তারাই শেষ প্রজন্ম। তারা জানবে ও বুঝবে যে তারা সেইসব মানুষ, যারা তখন জীবিত থাকবে যখন ‘প্রত্যেক দর্শনের ফল’ আর ‘বিলম্বিত’ থাকবে না।

যখন যীশু শিষ্যদের সঙ্গে মন্দির ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁরা তাঁকে অনুরোধ করল যে তিনি মন্দির ধ্বংস সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়েছিলেন, তার দ্বারা তিনি কী বোঝাতে চেয়েছিলেন তা ব্যাখ্যা করতে। সে কথোপকথনটি ছিল সেই কথোপকথনের প্রতিনিধিত্ব, যা তাঁর শিষ্যরা শেষ প্রজন্মে করবে। শিষ্যরা বুঝতে চেয়েছিল তিনি কী বোঝান, যখন তিনি বারবার শিক্ষা দিয়েছেন যে শীঘ্র আগত রবিবারের আইনের সময় লাওদিকীয় অ্যাডভেন্টিস্ট গির্জা সরিয়ে ফেলা হবে, কারণ সেখানে যারা উপাসক তারা তাঁর মুখ থেকে উগরে দেওয়া হবে এবং তারা আর তাঁর হয়ে কথা বলে না।

শিষ্যদের জবাব দিতে গিয়ে যীশু যিরূশালেমের ধ্বংস ও তার পরবর্তী ইতিহাস বর্ণনা করছিলেন, যা পৃথিবীর অন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। উনিশ নম্বর পদ পর্যন্ত ঐতিহাসিক পর্যালোচনা তুলে ধরার পর, এরপর তিনি যিরূশালেমের ধ্বংসের কথা বলেন—এক ধ্বংস যা ক্রুশের সময়ই ঘটতে পারত, কিন্তু ঈশ্বরের করুণা ও দীর্ঘসহিষ্ণুতার কারণে তা প্রায় চল্লিশ বছর স্থগিত রাখা হয়েছিল। চল্লিশ বছরের শেষে এক অবশিষ্ট দল ধ্বংস থেকে রক্ষা পাবে, তবে কেবল তখনই, যদি তারা তাঁর তখন দেওয়া চিহ্নটি চিনতে পারে।

প্রাচীন ইস্রায়েলের সূচনায় চল্লিশ বছরের একটি সময়কাল ছিল, যা শুরু হয়েছিল দশ গুপ্তচরের বিদ্রোহের ওপর এক বিচারের মাধ্যমে; মূসার মধ্যস্থতার কারণে সেই বিচার চল্লিশ বছরের জন্য স্থগিত করা হয়েছিল। প্রাচীন ইস্রায়েলের সমাপ্তিতে ক্রুশের বিদ্রোহের ওপর এক বিচার ছিল; খ্রিস্টের দীর্ঘসহিষ্ণুতা ও করুণার মধ্যস্থতার কারণে সেই বিচার চল্লিশ বছরের জন্য স্থগিত করা হয়েছিল। উভয় ইতিহাসেই একটি অবশিষ্ট অংশ রক্ষা পেয়েছিল। যিশু সবসময় কোনো কিছুর সমাপ্তিকে তার শুরুর মাধ্যমে দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝান।

যিশু জেরুজালেমের ধ্বংসের সঙ্গে সম্পর্কিত চিহ্ন নিয়ে কথা বলছিলেন এবং সেটিকে ‘প্রতিশোধের দিনসমূহ’ বলে অভিহিত করছিলেন।

> আর যখন তোমরা দেখবে যে যিরূশালেম সেনাবাহিনী দ্বারা বেষ্টিত হয়েছে, তখন জেনে রেখো যে তার উজাড় হওয়া নিকটে। তখন যিহূদিয়ায় যারা আছে তারা পাহাড়সমূহের দিকে পালিয়ে যাক; আর যিরূশালেমের মধ্যে যারা আছে তারা বেরিয়ে যাক; এবং গ্রামাঞ্চলে যারা আছে তারা সেখানে প্রবেশ না করুক। কারণ এগুলো প্রতিশোধের দিন, যাতে লিখিত সমস্ত বিষয় পূর্ণ হয়। লূক ২১:২০-২২।

‘প্রতিশোধের দিন’ হলো সাত শেষের বালা, এবং এই কারণেই সিস্টার হোয়াইট জেরুজালেমের ধ্বংসকে শেষ দিনগুলোতে ঈশ্বরের নির্বাহী বিচারের সঙ্গে সমান্তরাল টানেন।

> কাছে এসো, হে সকল জাতি, শোনার জন্য; আর মন দাও, হে সকল লোক: পৃথিবী শুনুক, এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে; জগৎ, এবং তার থেকে যা কিছু বের হয়। কারণ প্রভুর ক্রোধ সব জাতির ওপর, আর তাঁর রোষ তাদের সমস্ত সৈন্যবাহিনীর ওপর; তিনি তাদের সম্পূর্ণ ধ্বংস করেছেন, তিনি তাদের বধের জন্য সমর্পণ করেছেন। তাদের নিহতদেরও বাইরে ফেলে দেওয়া হবে, আর তাদের মৃতদেহ থেকে দুর্গন্ধ উঠবে, আর পর্বতগুলো তাদের রক্তে গলে যাবে। আর আকাশের সমস্ত বাহিনী বিলুপ্ত হবে, আর আকাশ পাণ্ডুলিপির মতো গুটিয়ে যাবে; আর তাদের সমস্ত বাহিনী পড়ে যাবে, যেমন লতা থেকে পাতা ঝরে পড়ে, আর যেমন ডুমুর গাছ থেকে পড়ন্ত ডুমুর পড়ে। কারণ আমার তলোয়ার স্বর্গে ভিজেছে; দেখ, তা ইদূমিয়ার ওপর, আর আমার অভিশাপপ্রাপ্ত জনগণের ওপর, বিচার

> করার জন্য নেমে আসবে। প্রভুর তলোয়ার রক্তে পূর্ণ, তা চর্বিতে সিক্ত; মেষশাবক ও ছাগলের রক্তে, ভেড়ার বৃক্কের চর্বিতে; কারণ প্রভুর বোসরায় একটি বলি আছে, আর ইদূমিয়ার দেশে এক মহা বধ। আর একশৃঙ্গীরা তাদের সঙ্গে নেমে আসবে, আর বলদেরা ষাঁড়দের সঙ্গে; আর তাদের দেশ রক্তে ভিজে যাবে, আর তাদের ধূলি চর্বিতে স্নিগ্ধ হবে। কারণ এটি প্রভুর প্রতিশোধের দিন, আর সিয়োনের বিবাদের প্রতিদানের বছর। ইশাইয়া ৩৪:১-৮.

যীশু নাসরতে তাঁর প্রথম প্রকাশ্য উপস্থাপনা দিয়েছিলেন, এবং নিজেকে মশীহ বলে ঘোষণা করেছিলেন। সেই উপস্থাপনা ভবিষ্যদ্বাণীমূলকভাবে প্রথম উল্লেখের নিয়ম দ্বারা পরিচালিত ছিল। তিনি যে পাঠ নির্বাচন করেছিলেন, তা দেখিয়েছিল যে তাঁর কাজের মধ্যে "প্রভুর প্রতিহিংসার দিন" ঘোষণা করাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। যা যিশাইয়ার মতে "সিয়োনের বিবাদের জন্য প্রতিদানের বছর"ও বটে।

নাসরতেই খ্রিষ্ট তাঁর প্রকাশ্য পরিচার্য শুরু করেছিলেন এবং নিজেকে মশীহ হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। সেই সময়েই তাঁর কথা শুনেও যারা অনুধাবন করতে পারেনি, তারা তাঁকে পাহাড় থেকে নিক্ষেপ করে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল। তাঁর পরিচার্যের শুরুতে তাঁর নিজ শহরের লোকেরা তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল, আর পরিচার্যের শেষে তাঁরই লোকেরা তাঁকে হত্যা করেছিল। তাঁর পরিচার্যের উদ্দেশ্য ছিল নিজেকে মশীহ হিসেবে প্রকাশ করা, যা তিনি তাঁর বাপ্তিস্মে অভিষিক্ত হওয়ার সময় হলেন। তাঁর বাপ্তিস্মের সময় আগত মশীহ সম্পর্কে করা ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্তিকে সমর্থন করতে একটি দিব্য প্রতীক নেমে এসেছিল। ১১ আগস্ট, ১৮৪০-এ সেই ইতিহাসের পরীক্ষামূলক বার্তার ভবিষ্যদ্বাণীকে সমর্থন করতে একটি দিব্য প্রতীক নেমে এসেছিল। আর ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ সেই ইতিহাসের পূর্বাভাসিত বার্তাকে সমর্থন করতে একটি দিব্য প্রতীক নেমে এসেছিল, যা শেষ বৃষ্টির বার্তা।

> সমরীয়দের সঙ্গে দুই দিন সেবা করার পর, যীশু তাদের ছেড়ে গালিলের পথে তাঁর যাত্রা অব্যাহত রাখতে রওনা দিলেন। তিনি নাসরত শহরে, যেখানে তিনি তাঁর শৈশব ও প্রারম্ভিক যৌবন অতিবাহিত করেছিলেন, কোনো বিরতি দেননি। সেখানে সভাগৃহে তিনি নিজেকে অভিষিক্তজন বলে ঘোষণা করলে তাঁকে যেভাবে গ্রহণ করা হয়েছিল, তা এতটাই অননুকূল ছিল যে তিনি আরও ফলপ্রসূ ক্ষেত্রের সন্ধান করতে, শুনবে এমন কানে এবং গ্রহণ করবে এমন হৃদয়ে তাঁর বার্তা প্রচার করতে সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন যে, কোনো নবী নিজের দেশে সম্মান পায় না। এই উক্তিটি সেই স্বাভাবিক অনীহাকে তুলে ধরে, যা অনেক মানুষের মধ্যে থাকে—তাদেরই মধ্যে আড়ম্বরহীনভাবে বসবাসকারী এবং শৈশব থেকেই যাকে তারা ঘনিষ্ঠভাবে চেনে, এমন একজনের মধ্যে বিস্ময়করভাবে প্রশংসনীয় কোনো অগ্রগতিকে স্বীকার করতে। একই সময়ে, এই একই ব্যক্তিরা আবার কোনো অপরিচিত ব্যক্তি ও এক সুযোগসন্ধানী অভিযাত্রীর দম্ভোক্তিতে প্রবলভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠতে পারে। দ্য স্পিরিট অফ প্রফেসি, খণ্ড ২, ১৫১।

লূকের একুশতম অধ্যায়ে, খ্রিষ্ট এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারকে চিহ্নিত করেন—মৃত্যুবরণ করবে না এমন শেষ প্রজন্মকে। তিনি তা করেন এমন এক ইতিহাস তুলে ধরে, যা শুরু হয়েছিল তাঁর শেষবার আগমনের মাধ্যমে সেই স্থানে, যা একসময় ছিল তাঁর পিতার গৃহ, কিন্তু পরে ইহুদিদের গৃহ হয়ে গিয়েছিল। যিশু যে ইতিহাসের বর্ণনা শুরু করেছিলেন, তাতে তিনি এমন এক পর্যায়ে পৌঁছলেন যেখানে যিরূশালেম—এবং যে মন্দির সম্পর্কে শিষ্যরা জানতে চেয়েছিল—ধ্বংস হওয়ার কথা ছিল (খ্রিস্টাব্দ ৭০)। তিনি এই ধ্বংসকে 'প্রতিশোধের দিনসমূহ' বলে চিহ্নিত করেন, যা ছিল তাঁর কার্যের সূচনালগ্নের ঘোষণার একটি অংশ।

‘প্রতিশোধের দিনসমূহ’ শুধু খ্রিস্টাব্দ ৭০-এ যিরূশালেমের ধ্বংসকেই বোঝাত না, বরং ঈশ্বরের ক্রোধের সময়কেও নির্দেশ করত, যা শেষে সাতটি মহামারীতে প্রতিফলিত হয়েছে।

> কারণ এটি সেনাবাহিনীর সদাপ্রভু ঈশ্বরের দিন, প্রতিশোধের দিন, যাতে তিনি তাঁর শত্রুদের উপর প্রতিশোধ নিতে পারেন; আর তরবারি গ্রাস করবে, এবং তাদের রক্তে তৃপ্ত হয়ে মাতাল হবে; কারণ ইউফ্রেটিস নদীর তীরে উত্তর দেশে সেনাবাহিনীর সদাপ্রভু ঈশ্বরের একটি বলি রয়েছে। যিরমিয় ৪৬:১০।

বাবিলনের ওপর "প্রতিশোধের দিন", যা "ইউফ্রাতিস নদীর তীরে উত্তর দেশে হওয়া বলি" দ্বারা প্রতীকায়িত, শীঘ্রই আসতে চলা রবিবারের আইনের সময় শুরু হবে।

> প্রভুর ক্রোধের কারণে এটি আর বাসযোগ্য থাকবে না; বরং এটি হবে সম্পূর্ণ জনশূন্য; যে কেউ বাবিলের পাশ দিয়ে যাবে, সে আশ্চর্য হবে, এবং তার সমস্ত মহামারির দিকে তাকিয়ে শিস্ দেবে। বাবিলনের বিরুদ্ধে চারদিক থেকে যুদ্ধের জন্য নিজেদের সাজাও; তোমরা সবাই যারা ধনুক টানো, তার দিকে তীর ছুড়ো, একটি তীরও বাঁচিয়ে রেখো না; কারণ সে প্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করেছে। তার বিরুদ্ধে চারদিক থেকে ধ্বনি তোলো; সে আত্মসমর্পণ করেছে; তার ভিত্তি পড়ে গেছে, তার প্রাচীরগুলি ভেঙে ফেলা হয়েছে; কারণ এটি প্রভুর প্রতিশোধ; তার উপর প্রতিশোধ নাও; যেমন সে করেছে, তেমনি তার সঙ্গে কর। বাবিলন থেকে বীজ বপনকারীকে এবং ফসল কাটার সময় কাস্তে চালানো জনকে কেটে ফেলো; অত্যাচারী তরবারির ভয়ে তারা প্রত্যেকে নিজের নিজের জাতির কাছে ফিরে যাবে, এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ দেশে পালাবে। ইস্রায়েল একটি ছড়িয়ে পড়া ভেড়া; সিংহেরা তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে; প্রথমে আসিরিয়ার রাজা তাকে ভক্ষণ করেছে; আর শেষে এই বাবিলনের রাজা নেবূখদনেজার তার অস্থিগুলি ভেঙে দিয়েছে। অতএব সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, এইভাবে বলেন: দেখ, আমি বাবিলনের রাজা ও তার দেশকে শাস্তি দেব, যেমন আমি আসিরিয়ার রাজাকে শাস্তি দিয়েছি। আর আমি ইস্রায়েলকে আবার তার আবাসে ফিরিয়ে আনব, এবং সে কার্মেলে ও বাশানে চরবে, এবং এফ্রাইম পর্বত ও গিলিয়াদে তার প্রাণ তৃপ্ত হবে। সেই দিনগুলোতে, সেই সময়ে, প্রভু বলেন, ইস্রায়েলের অধর্ম খোঁজা হবে, কিন্তু কিছুই পাওয়া যাবে না; আর যিহূদার পাপ—সেগুলিও পাওয়া যাবে না; কারণ যাদের আমি সংরক্ষণ করে রাখি, তাদের আমি ক্ষমা করব। মেরাথাইম দেশের বিরুদ্ধে ওঠ, তার বিরুদ্ধে, এবং পেকোদের অধিবাসীদের বিরুদ্ধেও; তাদের বিনষ্ট কর এবং তাদের পিছু নিয়ে সম্পূর্ণ ধ্বংস কর, প্রভু বলেন, এবং আমি তোমাকে যা যা আদেশ করেছি, সেই সব অনুযায়ী কর। ভূমিতে যুদ্ধের শব্দ, এবং মহাধ্বংসের ধ্বনি। সমস্ত পৃথিবীর হাতুড়ি কীভাবে কাটা পড়ে ভেঙে গেল! বাবিলন কীভাবে জাতিগুলোর মধ্যে উজাড়ভূমিতে পরিণত হলো! আমি তোমার জন্য ফাঁদ পেতেছি, এবং তুমিও ধরা পড়েছ, হে বাবিলন, এবং তুমি বুঝতেই পারোনি; তুমি পাওয়া গেছ, এবং ধরা পড়েছও, কারণ তুমি প্রভুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছ। প্রভু তাঁর অস্ত্রাগার খুলেছেন, এবং তাঁর ক্রোধের অস্ত্রসমূহ বের করেছেন; কারণ এটি কল্দীয়দের দেশে সেনাবাহিনীর প্রভু ঈশ্বরের কাজ। দেশের প্রান্তসীমা থেকে তার বিরুদ্ধে আস, তার ভাণ্ডারগুলো খুলে দাও; তাকে ঢিপির মতো স্তূপ করো, এবং তাকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করো; তার কিছুই অবশিষ্ট রেখো না। তার সব ষাঁড়কে হত্যা করো; তাদের জবাইয়ে নামাও; ধিক্ তাদের! কারণ তাদের দিন এসে গেছে, তাদের পরিদর্শনের সময়। যারা বাবিলনের দেশ থেকে পালিয়ে বাঁচে ও রক্ষা পায় তাদের কণ্ঠস্বর—সিয়োনে আমাদের ঈশ্বর প্রভুর প্রতিশোধ, তাঁর মন্দিরের প্রতিশোধ ঘোষণা করার জন্য। বাবিলনের বিরুদ্ধে ধনুর্বিদদের একত্র কর; তোমরা সবাই যারা ধনুক টানো, চারদিক থেকে তার বিরুদ্ধে শিবির কর; তার থেকে যেন কেউ পলায়ন না করে; তার কাজ অনুসারে তাকে প্রতিদান দাও; সে যা করেছে, তদনুসারে তার সঙ্গে কর; কারণ সে

প্রভুর বিরুদ্ধে, ইস্রায়েলের পবিত্রজনের বিরুদ্ধে অহংকার করছে। যিরমিয় ৫০:১৩-২৯।

খ্রিস্টাব্দ ৭০ সালে যিরূশালেমের ধ্বংস বাবিলনের বেশ্যার কার্যনির্বাহী বিচারের প্রতিনিধিত্ব করে, যা যুক্তরাষ্ট্রে শীঘ্র আসন্ন রবিবারের আইনের সময় শুরু হবে। যিশু জানতেন যে তিনি খ্রিস্টাব্দ ৭০ সালকে শীঘ্র আসন্ন রবিবারের আইন হিসেবে চিহ্নিত করছিলেন, কারণ তিনি তাঁর বাক্যের রচয়িতা, এবং তিনিই সেই বাক্য। শেষ প্রজন্ম এসে পৌঁছেছে—এ কথা যে চিহ্নটি নির্দেশ করে, তা বুঝতে লূক রচিত সুসমাচারের একুশ অধ্যায়ে যিশু যে ভবিষ্যদ্বাণী তুলে ধরেছেন, তার প্রেক্ষাপট অনুধাবন করা গুরুত্বপূর্ণ।

আমরা পরবর্তী প্রবন্ধে এই অধ্যয়ন অব্যাহত রাখব।

> খ্রিস্টের আগমন এই পৃথিবীর ইতিহাসের সর্বাধিক অন্ধকারময় সময়ে ঘটবে। নোহ ও লূতের দিনগুলি মানবপুত্রের আগমনের ঠিক আগে পৃথিবীর অবস্থার চিত্র তুলে ধরে। পবিত্র শাস্ত্র এই সময়ের দিকে ইঙ্গিত করে ঘোষণা করে যে শয়তান সমস্ত ক্ষমতা নিয়ে এবং 'অধার্মিকতার সমস্ত প্রতারণা সহকারে' কাজ করবে। 2 Thessalonians 2:9, 10. এই অন্তিম দিনগুলিতে দ্রুত বাড়তে থাকা অন্ধকার, অসংখ্য ভ্রান্তি, বিধির্মিতা ও বিভ্রমের মাধ্যমেই তার কার্যকলাপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শয়তান শুধু পৃথিবীকে বন্দী করে রাখছে তা নয়, তার প্রতারণা আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্টের নামে স্বীকারোক্ত গির্জাগুলোকেও খামিরের মতো গাঁজাচ্ছে। মহা ধর্মত্যাগ মধ্যরাতের মতো গভীর অন্ধকারে রূপ নেবে। ঈশ্বরের লোকদের কাছে তা হবে পরীক্ষার রাত, কান্নার রাত, সত্যের জন্য নিপীড়নের রাত। কিন্তু সেই অন্ধকার রাত থেকেই ঈশ্বরের আলো উদ্ভাসিত হবে।
>
> তিনি 'অন্ধকারের মধ্য থেকে আলো উদ্ভাসিত করেন।' 2 Corinthians 4:6. যখন 'পৃথিবী ছিল আকারহীন ও শূন্য; এবং গভীরতার উপর অন্ধকার ছিল,' 'ঈশ্বরের আত্মা জলের উপরিভাগে ভাসমান ছিলেন। আর ঈশ্বর বললেন, আলো হোক; এবং আলো হল।' Genesis 1:2, 3. তাই আধ্যাত্মিক অন্ধকারের রাতে, ঈশ্বরের বাক্য ঘোষিত হয়, 'আলো হোক।' তাঁর লোকদের তিনি বলেন, 'উঠ, উজ্জ্বল হও; কারণ তোমার আলো এসে গেছে, এবং প্রভুর মহিমা তোমার উপর উদিত হয়েছে।' Isaiah 60:1.
>
> "'দেখো,' শাস্ত্র বলে, 'অন্ধকার ঢেকে যাবে পৃথিবী, আর জাতিদের উপর ঘোর অন্ধকার; কিন্তু প্রভু তোমার উপর উদিত হবেন, আর তাঁর মহিমা তোমার উপর প্রকাশ পাবে।' পদ ২। খ্রিস্ট, যিনি পিতার মহিমার দীপ্তি, পৃথিবীর আলোকরূপে এসেছিলেন। তিনি মানুষের কাছে ঈশ্বরকে প্রকাশ করতে এসেছিলেন, এবং তাঁর সম্বন্ধে লেখা আছে যে তিনি 'পবিত্র আত্মা ও শক্তি দ্বারা অভিষিক্ত' হয়েছিলেন এবং 'সৎকর্ম করতে করতে সর্বত্র বিচরণ করতেন।' প্রেরিত 10:38। নাসরতের সভাগৃহে তিনি বললেন, 'প্রভুর আত্মা আমার উপর, কারণ তিনি আমাকে অভিষিক্ত করেছেন দরিদ্রদের কাছে সুসমাচার প্রচার করার জন্য; তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন ভগ্নহৃদয়ের আরোগ্য সাধনের জন্য, বন্দীদের মুক্তি ঘোষণার জন্য, অন্ধদের দৃষ্টিলাভ করানোর জন্য, পীড়িতদের মুক্ত করার জন্য, প্রভুর অনুগ্রহের বর্ষ ঘোষণা করার জন্য।' লূক 4:18, 19। এই কাজটিই তিনি তাঁর শিষ্যদের করতে নিযুক্ত করেছিলেন। 'তোমরা পৃথিবীর আলো,' তিনি বললেন। 'তোমাদের আলো মানুষের সামনে এমনই জ্বলুক, যাতে তারা তোমাদের সৎকর্ম দেখে স্বর্গে যিনি তোমাদের পিতা, তাঁকে মহিমা দান করে।' মথি 5:14, 16।" ভবিষ্যদ্বক্তারা ও রাজারা, 217, 218।